গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৪
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ গত ২২/০৯/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ জনাব শামসুর রহমান শরীফ
মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।
তারিখঃ ২২/০৯/২০১৬ খ্রিঃ
সময়ঃ সকাল ১০.৩০ ঘটিকা

সভায় মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে দেয়া হলো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমোদনক্রমে যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ২টি কারিগরি প্রকল্পসহ মোট ১০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ১০টি (বিনিয়োগ ও কারিগরি) প্রকল্পের অনুকূলে ৮১.৭৪ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ২৪৫.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অত:পর তিনি বিগত ৩(তিন) অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র সভায় উপস্থাপন করেন। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গত ৩ বছরের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রয়েছে ২৪৫.২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে জিওবি ১৬৩.৫৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮১.৭৪ কোটি টাকা। ১০টি চলমান প্রকল্পের বিবরণীতে গত আগস্ট'১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৫.৩৪০৬ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৬.২৫%। নির্দিষ্ট সময়ে এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ এবং অর্থ ছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে তিনি গত ২৩/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। বিগত সভার কার্যবিবরণীর ওপর কারো কোন মন্তব্য না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়। সভাপতি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবেচনায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতির হার সন্তোষজনক। অত:পর প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করার জন্য যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন)কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

১. Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System) প্রকল্প:

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৮৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ১১.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৫.০০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় আগস্ট'১৬ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ৬৫ লক্ষ খতিয়ান স্ক্যান করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে ৭৫ লক্ষ খতিয়ান পৃষ্ঠা স্ক্যানিং ও ইনডেক্সিং করা হয়েছে। তাছাড়া ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১৮,৫০০টি ম্যাপসীট স্ক্যানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯,৭০১টি ম্যাপসীট স্ক্যানিং ও ইনডেক্সিং করা হয়েছে। ৫টি এলসি'র মধ্যে ৪টি এলসি খোলা হয়েছে। জেলা ও উপজেলায় ৫৩ টি অফিসের মধ্যে ৩১টির সিভিল এন্ড ইলেকট্রিক্যাল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২২টি'র কাজ সেপ্টেম্বর'১৬ মাসে সম্পন্ন হবে। ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্রের মধ্যে ১১টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৯ টির কাজ সেপ্টেম্বর'১৬ মাসে সম্পন্ন হবে। তাছাড়া, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ডাটা সেন্টার স্থাপনের কাজ ৯০% সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগের প্রস্তাব মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে । আগামী ১ মাসের মধ্যে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে মর্মে তিনি জানান। এ প্রকল্পের আওতায় ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপনের জন্য যশোরে স্পেস দিবে মর্মে জানালেও এখন সেখানে স্পেস দিতে পারবে না বলে জানিয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রকল্প এলাকায় জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) এবং সহকারী কমিশনার(ভূমি) বদলী হচ্ছে। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রলম্বিত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় কয়েকটি উপজেলায় সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর পদ শূণ্য থাকায়ও প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ধীরগতি হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সচিব বলেন, এ বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে অনুষ্ঠিতব্য সভায় আলোচনা করা হবে এবং প্রকল্প এলাকায় শূণ্য পদে সহকারী কমিশনার(ভূমি) পদায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন তরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) নির্ধারিত মেয়াদে এ প্রকল্পটি সমাপ্ত করার জন্য ক্রয় কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক সকল কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) প্রকল্প এলাকায় জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) এবং সহকারী কমিশনার(ভূমি) বদলীর বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে অনুষ্ঠিতব্য সভায় আলোচনা করতে হবে এবং প্রকল্প এলাকায় শূণ্য পদে সহকারী কমিশনার(ভূমি) পদায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (কার্যার্থে: যুগ্ম সচিব, প্রশাসন-২ এবং প্রকল্প পরিচালক)।

২. Capacity Building and Supporting the Implementation Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System) প্রকল্প:

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ১.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ০.৫২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.৫৩ কোটি টাকা। সভাপতি, প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় কোন ক্রয় কার্যক্রম নেই। মূল প্রকল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য এবং পরামর্শকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ করার জন্য এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত টিপিপির ওপর আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর'১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৩. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians Project) প্রকল্পঃ

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) ও প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৩০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সভাপতি, এ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এটুআই কর্তৃক প্রদত্ত ১ম সফটওয়্যারের মাধ্যমে ৫২টি জেলায় ৪৩,০০,০০০টি খতিয়ান এবং Electronic Land Record System(ELRS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় ৬ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ২৬,১১,৩০৬টি খতিয়ান এন্ট্রি হয়েছে। এটুআই কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নতুন সফটওয়্যারের উপর প্রশিক্ষণ সমাপান্তে ৫০টি জেলায় নতুন সফটওয়্যার Digital Record Room(DRR) এর মাধ্যমে গত মে, ২০১৬ হতে আগস্ট, ২০১৬ পর্যন্ত ২৩,৩৭,৬৯৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। অর্থাৎ ৩টি সিস্টেমে সেপ্টেম্বর'১৬ পর্যন্ত মোট ৯২,৪৯,০০০টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি হয়েছে। এ প্রকল্পে জনবল সংকট রয়েছে। একজন উপ প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে কর্মরত ছিলেন। তিনি পিআরএল এ চলে গেছেন। একজন কর্মকর্তা প্রেষণে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের কার্যক্রম জুলাই'১২ হতে শুরু হলেও মে'১৬ হতে নির্বিঘ্নে ৫৫টি জেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সফটওয়্যার নিয়ে আর কোন সমস্যা নেই। এ প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশন উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করেছে। উক্ত সময়ে কোনভাবেই এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে না। এ প্রকল্পের মেয়াদ আরো ১ বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সচিব বলেন, প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে কতটুকু কাজ সমাপ্ত হয় তার নিরিখে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে এবং প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য প্রকল্প পরিচারককে নির্দেশ দেন। সভাপতি, নির্ধারিত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) নির্ধারিত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৪. Strengthening Access to Land and Property Rights for all Citizens of Bangladesh প্রকল্পঃ

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ১০.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ৪.৪৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬.০০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে মর্মে উল্লেখ করে সভাপতি এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পে মোট ৫টি কম্পোনেন্ট রয়েছে। খসড়া জাতীয় ভূমি নীতির ওপর জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে জুলাই' ১৬ পর্যন্ত ১৪টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৫টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে। বিগত ৮ আগস্ট'১৬ তারিখে খসড়া জাতীয় ভূমি নীতির উপর সিরডাপ মিলনায়তনে জাতীয় পর্যায়ে ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি সেপ্টেম্বর'১৬ মাসে খসড়া ভূমি নীতি চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। তাছাড়া, ভূমি মালিকগণ ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে মাঠ খতিয়ান খোলা ও তসদিক পর্চা পাওয়ার সুফল পাচ্ছেন। যেখানে এই কাজটি শেষ করতে ২ বছরের অধিক সময় লেগে যেত উহা এখন এক মাসের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলোতে Integrated Digital Land Management System(IDLRS) সফটওয়্যারটি সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিজিটাল জরিপ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি বলেন, কিস্তোয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৫০টি

মৌজায়, অগ্রগতি ঃ ৯২%, খানাপুরী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৭৪ মৌজায়, অগ্রগতি ঃ ৮০%, তসদিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৬৩ মৌজায়, অগগ্রতি ঃ ৬০%, ডিপি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৩৫ মৌজায়, অগগ্রতি ঃ ৮০% , আপত্তি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৩০ মৌজায়, অগগ্রতি ঃ ৮০%, আপীল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ১৫ মৌজায়, অগ্রগতি ঃ ৮০%, ফাইনালযাঁচ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ১০ মৌজায়, অগ্রগতি ঃ ৩৩%। তাছাড়া, ৩টি উপজেলার সার্ভে পার্সেল ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। আমতলী উপজেলার অবশিষ্ট ২০টি, মোহনপুরে ১৩৭টি এবং জামালপুরে ২১৯টি মোট ৩৭৬টি মৌজায় অর্থোফটো প্রযুক্তি ব্যবহার করে Unmaned Arial Vehical(UAV) এর মাধ্যমে তথ্যাদি নিয়ে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবার্চন করা হয়েছে। Unmaned Arial Vehical(UAV) পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন।

সারাদেশে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে কত সময়, জনবল ও অর্থের প্রয়োজন হবে এ বিষয়ে সভপিত জানতে চাইলে মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বলেন, ভূমি জরিপের আইন অনুযায়ী জরিপ কার্যক্রমের ১৪টি ধাপ রয়েছে এবং প্রতিটি ধাপে সুনির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ রয়েছে। সর্বশেষ কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি জেলায় ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ২ বছর সময় লাগবে বলে জানান। তবে সারাদেশে ৫ বছরে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে। এর জন্য কমপক্ষে ৪ হাজার কানুনগো নিয়োগ করতে হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হবে। সভাপতি, সারাদেশে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন করতে কত সময়, অর্থ ও জনবল প্রয়োজন সর্বোপরি ভূমি মন্ত্রণালয় আগামী ৫০/১০০ বছরে কি কি কার্যক্রম সম্পাদন করবে তার একটি মাস্টার প্ল্যান থাকা দরকার মর্মে উল্লেখ করেন। অতঃপর চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম যথাসময়ে যথাযথভাবে সম্পাদন করার নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) সারাদেশে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন করতে কত সময়, অর্থ ও জনবল প্রয়োজন সর্বোপরি ভূমি মন্ত্রণালয় আগামী ৫০/১০০ বছরে কি কি কার্যক্রম সম্পাদন করবে তার একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে(কার্যার্থেঃ যুগ্ম সচিব(উ:), মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) জুন ২০১৭ মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে বিধায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম যথাসময়ে যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৫. স্ট্রেনদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্পঃ

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৪.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ প্রকল্পে এখনও কোন অর্থ ছাড় হয়নি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, নভেম্বর'১৬ এর পরে অর্থ প্রয়োজন হবে বিধায় দেরিতে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে মর্মে উল্লেখ করে সভাপতি উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ প্রকল্পটি মুলত: সেটেলমেন্ট প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৩টি মধ্যম ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার, ২০টি কম্পিউটার এবং ৫০টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেজার প্রিন্টার সংগ্রহ করা হয়েছে। ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য কম্পিউটার টু প্লেট(সিটিপি)সহ এক সেট বাই-কালার অফসেট ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য ৫টি রাগ্ড নোটবুকসহ মোট ২০(বিশ) সেট Electronic Total Station(ETS) with its related accessories সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, চলতি অর্থ বছরে ৯টি (পণ্য) ও ১টি সেবাসহ মোট ১০টি ক্রয় কার্যক্রম রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ১০টি Electronic Total Station(ETS) এবং ৪টি সফটওয়্যার ক্রয় করা হবে এবং ১০ জন সার্ভেয়ারকে ভারতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় গাড়ি ক্রয়ের বিষয়ে সচিব জানতে চাইলে তিনি বলেন, গত অর্থ বছরে গাড়ি ক্রয়ের সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র লেখা হলেও অর্থ মন্ত্রণালয় উক্ত গাড়ি সংস্থার টিওএন্ডই তে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় অনুমোদন দেয়নি। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। সভাপতি, প্রকল্পের গাড়ি ক্রয় এবং অবশিষ্ট ক্রয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) জুন ২০১৭ মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে বিধায় প্রশিক্ষণসহ প্রকল্পের অবশিষ্ট ক্রয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) এ প্রকল্পের আওতায় গাড়ি ক্রয়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৬. National Land Zoning Project (2nd phase) প্রকল্পঃ

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৭.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে শেষ হবে উল্লেখ করে এ প্রকল্পটির গুরুত্ব বিবেচনায় সভাপতি এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের মূল কাজ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা। এ প্রকল্পের আওতায় আগস্ট'১৬ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪০টি(১০০%), ডাটা কালেকশন ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে ৩২৬টি উপজেলা(১০০%), ইউনিয়ন থেকে ভূমি

জোনিং বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ৩২৬টি উপজেলা (১০০%), Validation Workshop সম্পন্ন হয়েছে ১০০টি উপজেলা (৮০%), স্যাটেলাইট ইমেজ সংগ্রহ করা হয়েছে ৪৩টি জেলা ও উপকূলীয় জেলার ১০টি উপজেলা সহ মোট ৩২৬ টি উপজেলা(১০০%), উপজেলার খসড়া 'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' প্রণয়ন করা হয়েছে ৩০১টি উপজেলা (৯২.৩৩%), উপজেলার খসড়া 'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ২৩৫টি উপজেলা (৭২.০৮%) এবং ১০টি উপজেলায় ১,১০০ কপি 'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' বিতরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের কাজ কবে শেষ হবে সভাপতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক আগামী মার্চ'১৭ এর মধ্যে শেষ হবে মর্মে জানান। তাছাড়া, পার্বত্য জেলা সমূহের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে এবং দ্রুত মাঠ পর্যায়ের কাজ শেষ করার কর্ম-পরিকল্পনা রয়েছে। সভাপতি চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) জুন ২০১৭ মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে বিধায় এ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৭. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) ১ম সংশোধিত প্রকল্প:

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ০.৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ০.৪৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.২১ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে উপ প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) বলেন, ছাড়কৃত অর্থ হতে ১০.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে কোন ক্রয় কার্যক্রম নেই। মাঠ পর্যায়ে প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ৯৪% এবং কিছু জায়গার প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম আইনি জটিলতার কারণে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তবে এ জন্য প্রকল্পের কার্যক্রমে কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়া, আগস্ট'১৬ পর্যন্ত ভূমিহীন পরিবার বাছাই করা হয়েছে ১২,৪৩৯টি (৮৮.৮৫%), জেলা পর্যায়ে নথি অনুমোদন হয়েছে ১২,০৪৫টি (৮৬.০৪%), কবুলিয়াত সম্পাদন করা হয়েছে ১০,১৭৪টি (৭২.৬৭%), কবুলিয়াত রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ৯,৯৮০টি (৭১.২৯%), খতিয়ান তৈরী করা হয়েছে ৭,৬৩১টি (৫৪.৫১%) এবং খতিয়ান বিতরণ করা হয়েছে ৭৫৭১টি(৫৪.০৮%)। চলতি অর্থ বছরে ৫ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। আইএমইডি হতে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, এ প্রকল্পটি শুধু নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ছাড়া সারাদেশের চর ব্যবস্থাপনা, চরে জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন এবং ভূমিহীনদের মধ্যে চরের খাসজমি বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন। তিনি চলতি অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সারাদেশের চর ব্যবস্থাপনা, চরে জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন এবং ভূমিহীনদের মধ্যে চরের খাসজমি বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে(কার্যার্থেঃ যুগ্ম সচিব(উঃ) ও যুগ্ম সচিব(জরিপ))।

(খ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(গ) চলতি অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৮. উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প:

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৩৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সভাপতি এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, চলতি অর্থ বছরে ১০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগস্ট'১৬ পর্যন্ত ৪০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৬০টি ভূমি অফিস নির্মাণের টেন্ডার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টেন্ডার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২১০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবশিষ্ট ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরো বলেন, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে ৪০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে। ঠিকাদারদের অর্থ পরিশোধ করতে হলে এ অর্থ বছরে সর্বমোট ২২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করতে হলে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। উপজেলা ভূমি অফিসের নক্সা চূড়ান্ত করতে হবে। অদ্যই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থের বিষয়ে উপ প্রধান বলেন, মাননীয় মন্ত্রী আধা-সরকারি পত্রের মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদকে তার "থোক বরাদ্দ" থেকে বিবেচ্য প্রকল্পের জন্য আরএডিপি'র পূর্বেই অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানাতে পারেন। সংশোধিত এডিপিতে এছাড়াও অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া যাবে। সভাপতি, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরান্বিতকরণ এবং প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর)।

(গ) প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর বরাবর আধা-সরকারি পত্র লিখতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রধান)।

৯.গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (Climate Victim Rehabilitation Project) প্রকল্পঃ

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৪৮.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং ১ম কিস্তি বাবদ ১২.১৪৭৫ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি সরকারের দারিদ্র বিমোচন এবং নির্বাচনে অঙ্গীকারভুক্ত প্রকল্প হিসেবে গুরুত্ব বিবেচনায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, চলতি অর্থ বছরে সর্বমোট ১৫ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সেপ্টেম্বর'১৬ এর মধ্যে ১ম কিস্তির অর্থ বাবদ ৫০০টি গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ, ৮টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, ৬টি ঘাটলা নির্মাণ, ১০১টি নলকূপ স্থাপন, ৩টি গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুতায়ন এবং ৫০০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে দলিল হস্তান্তর করা হবে। অক্টোবর'১৬ এর মধ্যে ২য় কিস্তির অর্থ বাবদ ৫৫০টি গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ, ১০টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, ৭টি ঘাটলা নির্মাণ, ১০৩টি নলকূপ স্থাপন, ৫টি গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুতায়ন এবং ৫৫০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে দলিল হস্তান্তর করা হবে। জানুয়ারি'১৭ এর মধ্যে ৩য় কিস্তির অর্থ বাবদ ৫৫০টি গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ, ৭টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, ২টি ঘাটলা নির্মাণ, ৯৯টি নলকূপ স্থাপন এবং ৫৫০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে দলিল হস্তান্তর করা হবে। তাছাড়া, এপ্রিল'১৭ এর মধ্যে ৪র্থ কিস্তির অর্থ বাবদ ৫০০টি গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ, ৭টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, ৭৭টি নলকূপ স্থাপন এবং ৫০০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে দলিল হস্তান্তর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি বলেন, চলতি অর্থ বছরে ২টি গাড়ি ক্রয়, ১টি লিফট ও জেনারেটর ক্রয়, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সফটওয়্যার, অফিস সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মোট ১৮০.০২ লক্ষ টাকা ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আরো ৪০ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি'র ওপর ২৪ সেপ্টেম্বর'১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরো বলেন, উক্ত প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার দ্বারা মাত্র ২০০০ ভূমিহীন পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হবে। সংশোধিত ডিপিপি'র প্রস্তাব অনুমোদিত হলে লক্ষ্যমাত্রা বেড়ে ১৫,০০০ এ উন্নীত হবে। এ জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। এ প্রসঙ্গে উপ প্রধান বলেন, আরএডিপিতে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করা যাবে। সভাপতি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ৫০ হাজার ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে প্রণীত সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) প্রকল্পের আওতায় কর্ম পরিকল্পনা, ক্রয় সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক)।

১০. ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পঃ

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, গত ২২/১২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। একনেক সভায় এ প্রকল্পে সোলার সিস্টেম সংযুক্তি, নিজস্ব ড্রেনেজ ও পয়ঃনিষ্কাশন, পর্যাপ্ত ভেনটিলেশন, রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং এর ব্যবস্থা সংযুক্ত করে ভবনের ডিজাইন পরিবর্তন করে পরিকল্পনা মন্ত্রীর নিকট হতে অনুমোদন নিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন, উক্ত প্রকল্পের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু এখনও প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়নি। এ পর্যায়ে যুগ্ম সচিব(উ:) বলেন, গত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি, পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (কার্যার্থেঃ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ ও মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর)।

৩। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ওপর আলোচনাঃ

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৪ নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুন প্রকল্পগুলো অনুমোদনের বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে সকলের অবগতির জন্য সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	
১.	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প	গত ২০/০৬/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	কারিগরি প্রকল্প	
৩.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প	কোরিয়া সরকারের সাথে এ প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ প্রকল্পের ডিপিপি তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ০৪/০৮/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	সেক্টর ঃ পানি সম্পদ	
৪.	জেলা পর্যায়ে একটি করে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং সায়রাত মহালের ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য এলজিইডিকে পত্র দেয়া হয়েছে।
৫.	উপজেলা পর্যায়ে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডকে গত ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	
৬.	ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প	গত ০১/০৬/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। একনেক সভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৭.	Vertical Extension of Land Administration Training Centre (LATC) Hostel Bhaban from 5th to 11th floor	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পিইসি ও ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে গত ১৩/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৮.	ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। যাচাই বাছাই কমিটির সভা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রিকাস্ট ডিপিপি প্রেরণের জন্য প্রকল্প প্রকৌশলীকে বলা হয়েছে।
৯.	২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ০৩/০৩/২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১০.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীনে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ০৩/০৩/২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১১.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ০৩/০৩/২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১২.	উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস সমূহে স্থাপিত রেকর্ডরুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডকে গত ২৪/০৫/২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩.	বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলজিইডিকে গত ০৯/০২/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত রেকর্ডরুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডকে গত ২৪/০৫/০২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৫/১০/২০১৬
(শামসুর রহমান শরীফ)
মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়